আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৬০ টাকা

Ami Arab Gerilader Samorthon Kori by Sandipan Chattapadhya published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205 Second Edition : August 2020 Cell : +88-01717217335 Phone : 02-9668736
Price : Tk 160 RS : 160 USD 7
E-mail : kobiprokashani@gmail.com Website : Kobibd.com

ISBN : 978-984-90757-5-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যে কোন বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

মিতালি রায়
সাবিত্রীসমানাষু

এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে বছরকে
দিনে, মুহূর্তকে প্রহরে তথা
প্রহরকে মাসে রূপান্তরিত
করার প্রয়াস করা হয়েছে।
দিনাঙ্কগুলিও যে যার ঘরে
নেই। যেমন, সোম ও
শনিতে হয়তো কিঞ্চিৎ
শুক্রবার মিশিয়ে একটি দিন
তৈরি করা হয়েছে।

—লেখক

১ সান্যালদা

'তোমাকে আজ সিক দেখাচ্ছে।'

'কেন বলুন তো?'

'তা তো জানি না,' ভিজিলেন্সের ফাইলটা নিয়ে বড়সাহেবের ঘরের দিকে ওঠার উপক্রম করে সান্যালদা হাসলেন। রানার মনে হলো, ওর কি আর একটা দাঁত পড়ল, নাকি...

তা কোথা থেকে উড়ে এসে ঠোঁটের এমন একটা ঠোক্কর মেরেই তো সঙ্গে সঙ্গে ডানা খুলতে দেয়া যায় না, রানা তাই তাড়াতাড়ি কথা বাড়াল, 'কই সে রকম কিছু তো ফিল করছি না সান্যালদা, এক সেই পেটের ব্যথাটা—'

'না-না। সে তো জানি।'

জানি—জানি—জানি। আজ দশ বছর ধরে শুধু জানছ, জানছ আর জানছ। রানা প্রেসিডেন্সির কলঙ্ক, ইন্টারমিডিয়েটে কম্পার্টমেন্টাল, তুমি জানো। রানা নকশালবাড়ি করত, তুমি জানো। রানার পেটে ব্যথা জানো, কাঁধে টিউমার জানো। কোথাকার সেই গল্‌ফ ক্লাবে থাকে শান্তনু ঘোষাল, ডাক্তার, তার সঙ্গেও ভদ্রেশ্বরের তোমার মামাতো আত্মীয়তা। এ-অফিসে খাতা-খোলার প্রথম দু-তিন মাসের মধ্যেই জানিয়েছিলে, 'হেঁঃ-হেঁঃ, যৌবনে ফুর্তি করা হয়েছে খুব—শান্তনু বলছিল—আরে, ডাক্তার আমাদের ভাগ্নী জামাই যে।' অর্থাৎ, রানার ভি-ডি। আর কত জানবে গুরু। রানাকে এই জানা তোমার ফুরাবে না? চোখে সানগ্লাসটা এডজাস্ট করে রানা বলল—হ্যাঁ। ঐ ব্যথাটা। ওটা তো সব সময়েই থাকে, জানেন তো আপনি। তাছাড়া, আমার তো কই খারাপ লাগছে না।'

'নো-ও।' দু-দিকে মাথা নাড়িয়ে সান্যালদা আবার হাসলেন। যেন তাঁর সামনে রানা এক গরু-চোর, আঙুল তুলে বললেন, 'ইউ আর

ডেফিনিটলি লুকিং সিক। অবিশ্যি, খুব বেশি দুশ্চিন্তার পরেও অনেক সময় এ-রকম দ্যাখায়। খুব চিন্তা করছিলে কি?'

বোধহয় কেন, নিঃসন্দেহে, 'দুশ্চিন্তা' বলতে সান্যালদা এখন মহম্মদ বাজারের পাইপ কেলেঙ্কারির কেসটা রেফার করলেন। কিন্তু ও-ব্যাপারে আমার চিন্তার কী আছে। মহম্মদ বাজারের স্যালো টিউবওয়েলের জন্যে তিন হাজার ফিট পাইপ রিসোর্স থেকে নিয়ে ২০০০ ঝেড়ে দিই। তো তার দরুণ হিস্যা তো বড়সাহেব থেকে শুরু করে তুমিও পেয়েছ। চাকরি নিয়ে তো তোমাদের টানাটানি। আমার ঘণ্টা, আমার বড় জোর লাইসেন্সটা যাবে। ব্ল্যাক-লিস্টেড হব। এস-ডি মানিটা ফরফিট করবে, আর কী। আরে বাবা, রানা তো কুঁচো চিংড়ি। সেই যে সেবার তিস্তায় বন্যা হলো। রোজ ১০০ লরি করে বোল্ডার ফেলার কথা, এক মাস। নাদু দত্ত ৭০ লরি করে ফেলে গেল। এক মাসে ৯০০ লরি পাথর হজম। পার লরি ২০০০ করে ধরলেও ১৮ লাখ টাকা। সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার থেকে এক্সিকিউটিভ, এস-ই, মন্ত্রী কে টাকা খায় নি। নাদুর কী হলো! ঘণ্টা। তোমার ডিপার্টের কুচ্ছো আর না বলালে গুরু! বরং, সাঁইথিয়ার পাম্পিং স্টেশন বন্যায় ভেঙে গেছে। রি-ইনস্টলেশনের কাজটা, যদি জানা থাকে তো বলো, কে পাচ্ছে, রানা ঘোষ না নাদু দত্ত? সাঁইথিয়ার ৬ লাখের কাজটা না পেলে আমি মরে যাব। আমি টি-ভি বেচে, ফ্রিজ বেচে, জয়ন্তীর গয়না বেচে ব্যাংকের দেনা শোধ কবর। আবার ওভার ড্রাফট নেব। বলো, বলো গুরু, রানা শরীর ছেড়ে তারই ছায়াশরীর তপোবালকের মতো ঋজুভাবে নতজানু হয়ে ও করজোড়ে জানতে চায়, কী আছে বিধাতার মনে?

'খুব চিন্তা করছিলে কি?' ফের হাসি।

এ কী রে বাবা। বেশ তো, না হয় আমাকে 'সিক'ই দেখাচ্ছে। তা, এটা কি একটা হেসে বলার মতো কথা? তবু হাসি। এবং, আরও একটা দাঁত পড়ে যাক বা না-যাক, আশ্চর্য যে, এ-হেন মাই-ডিয়ার হাসির মধ্যেও কোথায় যেন, কেমন-একটা নিশ্চয়তা-কেন্দ্রও রয়েছে। যেন স্বয়ং আয়না তাকে কিছু জানাচ্ছে, যদিও হেসে।

রানার উল্টোদিকে বড়বাবুর চেয়ারের অর্ধ-বৃত্তাকার হাতলে মেদবর্জিত শরীরের ভার রেখা, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে সান্যালদা উত্তরের অপেক্ষায়

বসে। ধুতি, রানা জানে, এখন ওঁর হাঁটু অব্দি উঠে গেছে। মুখে হাসির ফ্রিজ। এখন তাতে শব্দ নেই। যেন, মূর্তিমান নো-হাউ এক।

দর্পণ? হঠাৎ বুকট ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। আচ্ছা, এমন তো হয়, হতে পারে, যে, শরীর খারাপ লাগছে না মানে সে টের পাচ্ছে না, কিন্তু তার কিছু একটা হয়েছে বা হতে যাচ্ছে, আর তাই তাকে 'সিক' দেখাচ্ছে! যেমন, স্ট্রোক-ফ্রোক হবার আগে? ও বাবা, সে তো খুব সাংঘাতিক ব্যাপার তাহলে—বুকের বাঁ-দিকে একটা রিবের তলায় রানা হঠাৎ এই অজানা নতুন দিক থেকে আক্রান্ত বোধ করে। তার মুখ এবার সত্যিই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, সে টের পায়। একটু নড়ে-চড়ে একবার সিধে হয়ে বসতেই সে আবার সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করল। তাই সে আরও বলল, 'চিন্তা? না সে-রকম কিছু তো নয়। তবে রবি-সোম-মঙ্গল-বুধ এই চার দিন মদ খাই নি। আর আজ তো পাওয়াই যাবে না—আজ নিয়ে তাহলে পাঁচ–সে জন্যে হয়তো—

'উ-হুঁঃ!' সান্যালদা বললেন। 'না, মানে, দেখুন, যারা রেগুলার মদ খায়', রানা বলে গেল, 'হঠাৎ পরপর পাঁচ দিনে না খেলে—অনেক সময়—'

'নোও! সামথিং ইজ রং। যাই হোক, যদি কিছু ফিল না করো, ইটস্ ওক্-কে!' বলে সান্যালদা এবার সত্যিই উঠে পড়লেন ও পার্টিশানের ওপারে বড় সাহেবের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ওঁরই ঘরে বসে সুইং ডোরের দুলুনির দিকে তাকিয়ে রানার আবার ওঁর দাঁতের কথা মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, এর আগে যেদিন সাপ্লিমেন্টারি বিলের তাগাদায় এসেছিলাম—আর-এ, সে তো কালই, কাল কি সামনের চারটি দাঁতই পড়া ছিল, না, তিনটে? ওপরে বাঁ-দিকে শ্ব-দন্তটি কি কাল ছিল না ছিল না? কমবেশি দশ বছর ধরে এ-অফিসে যাতায়াত করছে, এক বড় সাহেব ছাড়া সমস্ত এঞ্জিনিয়ারদের সে দাদা বলে, এমন কি ভাইপোর বয়সি বরুণ বক্সীকেও; ঘরবাড়ির মতো হয়ে গেছে বলতে গেলে। রানা হঠাৎ লক্ষ করল, সান্যালদার দাঁতের ব্যাপারেই সে যে-টুকু জানে-টানে এবং তাও দেখছে ঠিক মতো জানে না। উনি কোথায় থাকেন যেন, ভদ্রেশ্বরে, তাই না?

সান্যালদা সম্পর্কে এই সুদীর্ঘ দশ বছরে রানা আর যা জানে তা হলো, ওঁর ভদ্রেশ্বরের বাড়িটি শহর থেকে অনেকটা দূরে, একটেরে। কাল্পনিক

বাড়িটি, মনে হয় একতলা, টালির চাল ও এখনও বাইরে প্লাস্টারিং হয়নি। ইলেকট্রিক? 'হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ', রামকৃষ্ণ মুদ্রায় বাম হস্ত তুলে একটিপ নস্যি নিয়ে সান্যালদা সহাস্যে জানিয়েছিলেন, 'এন্-না। হ্যারিকেন!'

ক'দিন আগেই ৫০০ দিয়েছে। এমনি কত দিক থেকে কত না প্যালা পড়ছে। রানা তাই জিজ্ঞেস করেছিল, 'টাকাকড়ি সব কী করেন, সান্যালদা? ফিক্স?'

'কাকপক্ষীর আগে উঠি, বুঝলে ব্রাদার। অন্ধকারে জনতা জ্বালাই। তিনকাপ চা করি। এককাপ নিজে খেতে খেতে ছেলেকে দিই, এককাপ স্ত্রীর বিছানার পাশে রেখে আসি। বাকি এককাপ নিজে খেতে খেতে ছেলেকে পাঁচটা টাকা দিই। দিয়ে বলি, যা, বাজার করে নিয়ে আয়। তবে বেশি মারিস নি যেন বাবা, মারলে নিজেরাই খেতে পাবি না। তারপর বাগানে যাই।' স্যানালদা চার দাঁত কম হাসি হেসে বলেছিলেন, 'টাকা? হোয়াটহেভার ইউ ডু নট স্পেন্ড ইজ ইওর ইনকাম, বুঝলে ব্রাদার। এক' তর্জনী তুলে, 'ক্যাশ! আর দুই,' মধ্যমা তুলে, 'সেক্স! অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভিক্টরি।' বলে V-এর মতো করে তুলে ধরে অনেকক্ষণ ধরে হেঁঃ-হেঁঃ করে দু-আঙুল নাড়াতে থাকেন।

সান্যালদার ছেলে হাবা রানা জানত, সেই প্রথম জেনেছিল সে তবে কালা নয়। সান্যালদার ভদ্রেশ্বরের বাড়িটির বাথরুম টিনের চালের, নিশ্চিত বাড়ি থেকে অদূরে (মনে হয়)। বলা বাহুল্য, খাটা পায়খানা।

কিন্তু বাগান? বাগানটি নিঃসন্দেহে ঐ খাটা পায়খানা সংলগ্ন, যেখানে অতি প্রত্যুষে উনি চলে যান খুপরি হাতে এবং যে বাগানে ঢ্যাঁড়স, কাঁচা লঙ্কা, হয়তো বেগুন বা দু-একটা ক্লেদাক্ত বাঁধাকপি তথা কিছু কিছু থানকুনি ছাড়া, কোনো ফুলের গাছ, এমন কি, যৎকিঞ্চিৎ দোপাটিও রানা কল্পনা করতে পারে না।

ঐ পায়খানার ডাবা জড়িয়ে একদা বর্ষাকালে শুয়েছিল এক 'ইয়াব্বড়' গুয়ে গোখরো। ডাবায় হাতা ডোবানো মাত্র ভোরের মেথরানিকে এক ছোবল! টব-হাতা ফেলে মাগি ছুটে এল বাগানে। সান্যালদা তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে, যা ভাবছিল রানা, ঢ্যাঁড়স-চারার গোড়ায়, নর্দমা কেটে, খাটা পায়খানার ফায়দা টেনে আনছেন। 'এ সানতোষবাবু, আব্ হাম মর গেই

রে!' বলে সারবন্দি ঢ্যাড়স চারার ওপর মাগি শুয়ে পড়লে। উঃ, সে কী কামড় রে বাপ! এতক্ষণে কামড় ছেড়ে সাপটা সবে ওর গা থেকে নামছে। সান্যালদা তাড়া দিবেন কি, শুয়ে পড়েই বারেন্দ্র ব্রারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পা-জোড়া কম্‌লি সেই যে জড়িয়ে ধরেছে, আর ছাড়লে তো!

বৌদি সম্পর্কে আজ দশ বছর ধরে রানা ও তিরিশ বছর ধরে গোটা অফিসকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখলেও, একদিন, সেদিনও খুব বৃষ্টি, টেবিলে খবরের কাগজ পেতে সবাই মিলে মুড়ি-তেলেভাজা চলছে—'এমনি বরষা ছিল সেদিন' গানের ঢঙে শুরু করে সান্যালদা তাঁর ভদ্রেশ্বরের বাড়ির মেথরানির গল্পটি তার নামসহ (ফুলমনি) কিন্তু বেশ বিশদভাবেই বলেছিলেন। একা-গোখরো এত বিষ ঢেলেছিল যে ছত্তিশগড়ী মাগি, হাসপাতালে তিন দিন লড়েও শেষ রক্ষা করতে পারেনি।

উদ্যান-দৃশ্যটি, রানার ধারণা, সান্যালদা সবটা দেখাননি। বেশ ঢপ দিয়েছেন। অ্যান-সেনসর্ড দৃশ্যটিতে, সে যতবার দ্যাখে দেখতে পায় কোনারকের বিখ্যাত মিথুন-মূর্তির পোজে ফুলমনি সান্যালদার গললগ্ন হয়ে শ্রোণিভারে ঝুলে রয়েছে, মায় কোমরে দু-পায়ের কাঁইচি সুদ্দু! শুয়ে-গোখরোটা তাদের ছেড়ে মাটিতে নেমে আসছে। বৃষ্টি ঝরে পড়েছে।

২ 'প্লিজ রিপোর্ট'

বাঁ-দিকে 'out' লেখা বেতের ট্রে থেকে চার-পাঁচখানা ফাইল তুলে নিয়ে 'তুমি একটু বোসো, কথা আছে' বলে সান্যালদা বড়সাহেবের ঘরে চলে যেতেই, এখন-সব-চেয়ে-ওপরের ফাইলটির দিকে চোখ পড়তে রানা চমকে উঠল। নাতিস্ফীত ফাইলটির কাভারের সঙ্গে একটি ট্যাগ লাগানো, তাতে বড়সাহেবের নিজের হাতে লাল পেন্সিলে লেখা 'প্লিজ রিপোর্ট ইম্‌মিডিয়েটলি।' কাভারের ওপর বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে 'কনফিডেনসিয়াল। রিগার্ডিং রি-ইনস্টলেশন অফ সাঁইথিয়া পাম্পিং স্টেশন'

লেখা রয়েছে। আ, যা চাইছিল। সান্যালদার 'কথা আছে' মানে তো এই সাঁইথিয়া ব্যাপারেই। যে কে পাচ্ছে, দত্ত না রানা ঘোষ? সান্যালদা ফেরার আগেই সে যদি একবার ঝটপট ফাইলটা দেখে নেয়! দত্তর কোটেশনটা নিশ্চয়ই ওর মধ্যে আছে। অর্ডার কালকের মধ্যেই বেরুবে। একদম তৈরি ফাইল, হাওয়া কোনদিকে, ফাইলটায় একবার চোখ বোলালেই বোঝা যাবে।

সান্যালদা উঠে যাবার পর পাঁচ মিটিও হয়নি। ফাইলটার দিকে হাত বাড়াতেই রানার শরীরটা কেমন-কেমন করে উঠল। অ্যাসট্রেতে না গুঁজে সে সিগারেটটা, না নিবিয়ে, দশতলার জানালার দিকে ছুড়ে দিল। ঠিক যে কেমন তা বলা মুশকিল।

শরীরের কোথাও কোনো যন্ত্রণা নেই; না একটু মাথা ধরা, না গা-ব্যথা, না-কিছু। তবু তার শরীর খারাপ এবং খুবই যে, এতেও তার আর বিন্দুতম সন্দেহ নেই দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। এ কেমন ব্যাপার! এ যেন আগুন লেগে গেছে শরীরে, স্বচক্ষে দেখাও যাচ্ছে, ঐ পায়ের দিক থেকে উঠে আসছে লকলকিয়ে, চামড়াও পুড়তে শুরু করেছে, অথচ, সে আগুনে জ্বালা নেই, সে পোড়ায় গন্ধ নেই বলে সে তা মেনে নিতে পারছে না। আজ বেসপতিবার, ড্রাই ডে, আজ কোথাও মদ পাওয়া যাবে না, বা যেহেতু সে জানে না যে কোথায়, কার পায়ে মাথা খুঁড়লে আজও মদ পাওয়া যাবে—তাই, যেমন সে বেশ কয়েক ঘণ্টা হাতে থাকতেই ধরে নিয়েছিল যে আজ নিয়ে সে তাহলে পাঁচদিন মদ খেল না—এ যেন তেমনি—অর্থাৎ, একটু পরে জ্বালা করবে বলে সে এখনই জ্বলছে, 'একটু পরে নিজের চামড়া-পোড়া গন্ধ পাবে বলে, সে এখনই গন্ধ পাচ্ছে। একটু পরে ভীষণ অসুখ করবে বলে, সে-অসুখে সে তাই এখনই অসুস্থ। আসলে, সময়ের এই গ্যাপগুলোই মারাত্মক। যখন এই ফাঁকগুলো তৈরি হয়, তখন, সারা জীবন বিপদগ্রস্ত হতে হতে, তার মধ্যে দিয়ে যে শেষ বিপদ চলে আসে, সেটাই হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস। সময় যে মাত্র পাঁচ মিনিট পিছনে রেখে, 'তবে তুই বোস রে, কথা আছে' বলে কখন তাকে সর্বহারা করে রেখে গেছে, সে বুঝতেও পারেনি।

সাঁইথিয়া ফাইলের ওপর সান্যালদা ভুল করে নস্যির ডিবেটা রেখে গেছেন। সেটা দেখতে আসলে একটা কফিনের ক্ষুদ্রকায় রেপ্লিকার মতো,

এই প্রথম সে লক্ষ করল। ফাইল না ছুঁয়ে রানা আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। সান্যালদার টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা তার অ্যাটাচিটির দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল, না, ওটা তোলার মতো সামর্থ্য এই মুহূর্তে তার মধ্যে আর পড়ে নেই। সে হিপ পকেটে হাত বুলিয়ে মানি ব্যাগটা আছে কিনা দেখে নিল।

সুইং ডোর ঠেলে সে বাইরে এসে দাঁড়াল ও করিডোরের এক প্রান্তে লিফটের দিকে অগ্রসর হলো। কী যে হচ্ছে তার, সে এখনও বুঝতে পারেনি। শুধু বুঝেছিল, এমন একটা কিছু হচ্ছে বা এখনি হবে, যা আগে কখনো হয়নি। অজানা যা।

৩ ফেরা

মৃত্যুর একেবারে ধারে-কাছে এসে পড়লে কেমন, রানা তা জানে না। তেমন অভিজ্ঞতা তার নেই। বা, পুরীতে ডুবে-যাবার ব্যাপারটা ধরলে বলতে হয়, এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে মাত্র আর-একবারই ঘটেছিল।

সে-কথা বাদে, মদ খায় বলে, খানকির যেমন ছেনালি, মৃত্যুর সঙ্গে মাতলামো তাকে প্রায় রাতেই করতে হয়। 'হাডু-ডুডু-ডুডু' বলতে বলতে সে-চুনের সীমারেখা সে পেরিয়ে গেছে বহুবার—চড়টা-চাপড়টা খেয়ে পাকা কাবাডি খেলুড়ের মতো আবার নিজের কোটে চলেও এসেছে, মুখে, পাখির ঠোঁটে যেমন খড়—তখনও হা-ডুডুডু।

তবে রানা মদ খায় বললে আদৌ ঠিক বলা হয় না। বেশ ভুল বলা হয়ে যায়। তাকে খেতে হয় বলাই বোধহয় ঠিক, কারণ, তাকে মদ খাওয়াতে হয়। বিশেষত পূর্ত ও সেচ এ দুটি দপ্তরের বীজতলাকে সারা বছর সজীব রাখতে হয়ই। তার হিপ পকেটে রাখা মোটা মানিব্যাগের মধ্যে মিনি নোটবই অনুযায়ী এ-বছর এই ১৯৮৩-র ইয়ার-এন্ডিং-এ S আর J-র ঘরে

খরচ হয়েছে মাত্র ১৫০০, ভাবা যায়! হঠাৎ একদিন চোখে পড়ায় কপালে মৃদু করাঘাত করেছিল সে। তবে আর সাঁইথিয়ার কেস দত্ত পাবে না তো পাবেটা কে, কারণ S আর J মানে তো শঙ্কর অ্যান্ড জয়কিষণ নয়, S আর J মানে হলো গিয়ে মিস শেলি অ্যান্ড শ্রীমতী যমুনা! এবং বার ও পার্টি বাবদ কত? মাত্র ন' হাজার। পাঁচজন এক্সিকিউটিভ ও একজন সুপারইনডেন্টিং এঞ্জিনিয়ারের জন্য মাথাপিছু মাত্র দেড় হাজার করে। ছিঃ! অবশ্য মুস্তফিদার ছোট মেয়েকে সে-ই লরেটোতে ভর্তি করে দিয়েছে, ১২০০ ডোনেশন গেছে। তা যাক, কিন্তু দত্ত তো পারেনি! সাঁইথিয়া পাম্পিং স্টেশনের পুরো কাজটা যদি সে পায়, মেনটেন্যান্স দত্ত নেয় তো নিক, তাহলে সামনের মাঘে বড়সাহেবের মেয়ের বিয়েতে একটা কালার টি-ভি ধরিয়ে দেবে, সে ঠিক করে রেখেছে। অবশ্য, শাল্‌হা দত্ত হারামজাদা যদি তাকে চান্স দেয়, অর্থাৎ, গত মাসে পাকা দেখার দিনেই অগ্রিম হিসেবে একটা না বসিয়ে দিয়ে এসে থাকে। না, তা করেনি, তাহলে কানাঘুসোয় এতদিন জানা যেত না? সান্যালদা জানতে পারতই। গেল বছরে তার নোটবুকের টাকার অঙ্ক ৪০ হাজার ছাড়িয়ে যায়, কাজও পেয়েছিল ৬ লাখ টাকার বেশি। পিংকি আর জয়ন্তীকে নিয়ে পুরীর সাউথ ইস্টার্ন হোটেলে উঠেছিল। ৫ বছর হতে চলল, নাদু দত্তর 'সীন'-এ আবির্ভাব হয়েছে। রানার নোটবই-এ খরচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে কমেছে এবং সেই অনুপাতে তরতর করে নেমে এসেছে তার উপার্জনের অঙ্কও।

তো, মৃত্যুর সঙ্গে ছেনালি তাকে করতেই হয়েছে। এই তো, গত বছর ঈদের দিন, ডেপুটি মিনিস্টার আর. কে. আনোয়ারের সম্মানে তালুকদার সাহেব পার্টি দিলেন তার গোলপার্কের বাড়িতে। সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি কে আসে নি সেদিন। মুস্তফিদাসহ অন্তত ন'টা ডিস্ট্রিক এঞ্জিনিয়ার—আহা, একসঙ্গে এত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার রানা আগে দ্যাখেনি। যেন চাঁদের হাট। ঘর আলো করে বসে আছে। এবং যা ভেবে আসা, নাদু বাঞ্চোৎ ঠিক এসে গেছে।

বড়সাহেবের বাড়িতে তার আসাযাওয়া আছে, সবাই চেনে। অবশ্য প্রকাশ্যে একটা বড় গ্লেন ফিডিস হাতে সে ঢুকছে, স্কচের মধ্যে যুবরাজ, কে বা তাকে বাধা দেবে। লিভিং রুমে ঢুকেই রানা বড়সাহেবের উদ্দেশে

বলল, 'আজকে স্যার, বুঝলেন, বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখি গঙ্গার দিকে বিউটিফুল মেঘ একখানা! তখনও দিনের আলো রয়েছে আর মেঘের মাথায় বিউটিফুল একটা ঈদের চাঁদ। ঐ চাঁদ দেখেই সার, আপনার বাড়ির পার্টির কথা মনে পড়ল। তাই গেট ক্র্যাশ করলাম। কিছু মনে করবেন না স্যার।' ওর বিউটিফুল অ্যাপোলজি শুনে অনেকেই হেসে উঠল।

'না-না', গমগমে গলায় তালুকদার সাহেব তাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন ও পিঠে হাত রেখে পার্টির একেবারে মাঝখানে ডেকে নিয়ে এলেন, 'তাতে কী হয়েছে, আমি তো নাদুকেও বলিনি। আজ ঈদের দিন, আ ডে ফর ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড। তাতে কী হয়েছে। ইউ আর ওয়েলকাম।'

সাধারণত রাশভারি বড়সাহেব এতগুলো কথা বললেন দেখে, রানা বুঝল, স্টকে নিশ্চয়ই টান পড়েছিল, অন্তত স্কচে, আর সে অব্যর্থ মুহূর্তেই এসে পড়েছে। তাছাড়া তার বগলে একটা জায়ান্ট সাইজ গ্লেন ফিডিস— যার সঙ্গে লন্ডনে থাকতে তাঁর প্রেমের কথা বলে তালুকদার সাহেব কতদিন শিবনেত্র হয়েছেন।

মন্ত্রীরও পছন্দ হয়েছে রানাকে। ঈদের চাঁদের পুলকিত বর্ণনা তাঁর প্রগতিশীল ধর্ম-চেতনাকে ঈষৎ সুড়সুড়ি কি না দিয়ে থাকতে পারে। তিনি প্রসন্ন মুখে রানা সম্পর্কে কিছু জানতেও চাইছেন এমনকি, রানা বুঝতে পারল। এমনিতে বাজখাঁই গলা, কিন্তু বড়সাহেব কী বললেন তা পাশের লোকও শুনতে পেল না, তিনি চান না বলে। রানা তো অনেক দূরে।

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। কিন্তু পার্টি শেষ হতে মধ্যরাত পেরিয়ে গেল। 'নাউ, লেট আস কল ইউ আ ডে!' ঘোষণা করে বড়সাহেব রানাকেই শেষ রাউন্ড পরিবেশন করার সম্মান দিলেন। এবং, এখানেই দত্ত তার শেষ চালটা দিল। পকেট থেকে দুটি বড় বড় চকচকে বড়ি বের করে সে ঘোষণা করল, 'বারবিকিউরেট!'—এবং একটি নিজের গ্লাসে টুক করে ফেলে, অপরটি রানার গ্লাসের ওপর দু-আঙুলে ধরে রইল। অর্থাৎ, চ্যালেঞ্জ! শিলিগুড়ির গাঙ্গুলি, সিউড়ির প্রাণগোবিন্দ মণ্ডল, বর্ধমানের মুস্তফিদা, সোর্সের হেমেন দত্তদা প্রমুখ সমবেত এঞ্জিনিয়ারগণ হৈ-হৈ করে উঠল। রানা মুখ তুলে দেখল, তার চারদিকে গ্লাস হাতে বাঘা বাঘা এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার সব, এদের কে না তাকে লাখ লাখ টাকার অর্ডার দিতে পারে!

মণ্ডলদা এমনভাবে ঝুঁকে পড়েছেন, যেন এখনি ঠিক হয়ে যাবে তাঁর জেলায় ৩২টি স্যালো বসাবার কাজটা কে পাবে, ঘোষ না দত্ত।

রানাও লাইনের ছেলে, বারবিকিউরেট কী সে জানে বইকি একটা খুব চড়া ঘুমের ওষুধ, ৫ কি ৭ পেগ হুইস্কির পর একটা বারবিকিউরেট—একটু হিস্মতেরই ব্যাপার—এই তো। কিন্তু সে জন্যে নয়, আসলে অমন রুপালি রঙের ট্যাবলেট সে আগে দ্যাখেনি তাই ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বয়ং তালুকদার সাহেব যখন তার লাইব্রেরি ফ্রেমের ওপরে তোলা ডাই-করা ঘন কালো ভ্রু-র ইশারায় তাকে স্মিত সম্মতি জানালেন, তারপর আর সে দ্বিরুক্তি করেনি। দত্তর হাত থেকে ট্যাবলেটটি নিয়ে সে টুক করে গ্লাসে ফেলে দিল এবং এক চুমুকে পুরো গ্লাস শেষ করে টেবিলে উল্টে রেখে বলল, 'ফাঁক!'

বাইরে বেরিয়ে সে দেখল, সারি সারি গাড়ি, কিন্তু একটিও তার জন্য নয়। তার দিকে নয়। সে একটি ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

তার ট্যাক্সি যখন সেন্ট্রাল এভিনিউ বরাবর বৌবাজার পেরুচ্ছে, তখনই তার প্রথম সন্দেহ হয়। ঘুমের বড়ি খুব ছোট ছোট হয়। দত্ত সেই বড়িটা দেয়নি তো, কী যেন নাম, ক'দিন আগে যা খেয়ে দত্ত আর মণ্ডলদা সোনাগাছিতে কেলো করে গেছে? সান্যালদাই বলেছিলেন নামটা। 'এই সাইজের এক-একটা' দু-আঙুল ফাঁক করে সাইজ দেখিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'রঙ রুপালি।' শুনে মনে হয়েছিল উনিও ট্যাবলেটটির কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। কী যেন নাম...আ-হ্যাঁ, টেনটেক্স। সে নাকি চূড়ান্ত রতিবর্ধক। অন্তত, উপসর্গ তো সেই রকমই লাগছে।

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। সেই দূর গোলপার্ক থেকে এঞ্জিনিয়ারদের সমবেত হাসির শব্দ তার কানে এসে বাজল। সবার উপরে তালুকদার সাহেবের গমগমে গলা। তার উচ্ছ্রিত জননাঙ্গ দু'হাতে চেপে সে সোনাগাছি পেরিয়ে গেল। না, এখানে সে নামবে না। সে সোনাগাছি যায় না। সে মদ খায় না। তাকে যেতে হয়। খেতে হয়।

আশ্চর্য যে, সেবার কিন্ত বীরভূম জেলার ৩২টা স্যালোর কাজ সে-ই পেয়েছিল। আহা, রানা!

বস্তুত, এইসব মধ্যরাতের পার্টির শেষে সে যে কী ভাবে বাড়ি ফেরে তা এক স্বতন্ত্র উপন্যাসের বিষয়। সব জ্ঞানপাপী পাখি গাড়ি চেপে যে যার দক্ষিণের নীড়ে ফিরে গেলে শুরু হয় সেইসব নৈশ রোমাঞ্চ লহরী বা রানা ঘোষের একক উত্তরায়ণ। একবার সার্কুলার রোডের হোটেল হিন্দুস্তান থেকে হাতে-টানা রিক্সায় সে ভোরবেলা বাড়ি ফিরেছিল—ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা। যেতে কী চায়। পঁয়তাল্লিশই ছিল এবং সে মানিব্যাগটাই রিক্সাঅলাকে দিয়ে দেয়। আর একবার বালিগঞ্জ 'সার্কুলার রোড়ের অটো ক্লাবে শুধু সে আর মুস্তফিদা। ফিশ মিয়ামিজে ছিল তেজপাতার টুকরো—পাঁচ পেগের মাথায় গলায় আটকে গেল—দম বন্ধ হয়ে আসছে বারবার—কিছুতেই বেরুচ্ছে না দেখে কত সাবলীলভাবে মুস্তফিদা রাস্তায় নেমে এসে তাকে নিজের গাড়িতে তুলে দিলেন ও ড্রাইভারকে রানাবাবুকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আবার গাড়ি নিয়ে ফিরে আসতে বললেন! 'পারবে তো যেতে?' রানার পিঠে হাত রেখে কত স্নেহভরে বলেছিলেন! কিছুতেই রানাকে বিল পেমেন্ট করতে দেননি, অন্তত তখন। তবে, গাড়িতে ওঠার মুখেই হুড়হুড় করে সব বমি হয়ে গেল রানার, মায় তেজপাতার টুকরোটিও, সে আবার জয়েন করল এবং তারপর সে-ই পুরো বিল পে করেছিল—সে অন্য কথা। অতটা মদ খেয়ে না থাকলে সেদিন বোধহয় অমন প্রবল বেগে বমি হতো না, সে মুস্তফিদার গাড়ির মধ্যেই দম আটকে মরে যেত। ভাগ্যিস খেয়েছিল। তাই না হড়হড় করে অতটা বমি হলো। একবার, দুবার, তিনবারের মাথায় তেজপাতার টুকরোটা সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল!

শ্যামবাজার মোড় কতদিন সে, রানা, মধ্যরাতের শেয়ার-ট্যাক্সির জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছে বা শীতে কেঁপেছে। মোড়ের পাঞ্জাবি কষা মাংসের দোকান বন্ধ মানে শ্যামবাজারে সাড়ে ১২টা! লাগোয়া সিগারেটের দোকানটিই ঝাঁপ ফেলে সবার শেষে—রাত ১টা! তারপরেও দাঁড়িয়ে থেকেছে। একবার অনেক রাতে দমদমগামী শেয়ার-ট্যাক্সিতে তাকে ডেকে তুলে নিল কয়েকটি তরুণবয়সি ছেলে। সমস্ত শিকল ছিঁড়ে তারা সকলেই তখন উজ্জ্বলতম মাতাল। প্রায় তের-চোদ্দ জনে গাদাগাদি। মাডগার্ডের ওপরেই দু'জন। তারা সব ইন্দিরা মিটিং-এ গিয়েছিল। সেদিন মাঝে মাঝেই ব্ল্যাক-আউট হয়ে যাচ্ছিল রানার। তাই কেন যে তারা

শেষাবধি তার নাক-মুখ অমন করে ভেঙে দিয়েছিল, সে বলতে পারবে না। ভেঙে বাড়ির সামনেই ফেলে দিয়েছিল। দরজা খুলে রানাকে দেখে আঁতকে উঠেছিল জয়ন্তী। রক্তে মুখ-চোখ জামা-কাপড় সব ভাসছে। কিন্তু সে-জন্য নয়। একটি থ্যাঁতা, রক্তমাখা মানুষের মুখ, তাতে জ্বলন্ত সিগারেট—এই দেখেই সে সেদিন অমন ভয় পায়—জয়ন্তী পরে বলেছিল।

সিগারেটের কথা উঠল বলে না বললে নয় যে এ-জীবনে অন্তত একদিন সে হাতির পিঠে চেপেছিল এবং হস্তীপৃষ্ঠে বাড়ি ফিরেছিল। শ্যামবাজারে সেদিন একেবারে একা, কেউ নেই, কিছু নেই। কষা মাংসের তথা সিগারেট দোকানটি বন্ধ হয়েছে কখন? সে জানে না। হঠাৎ দ্যাখে, বি কে পাল এভেনিউ ধরে একটি নয়, দুটি নয়, তিন-তিনটি হাতি এগিয়ে আসছে। টালা পার্কে গ্রেট রেমন সার্কাস শুরু হবে কয়েকদিনের মধ্যেই, সার্কাস যখন নিশ্চয়ই শীতকাল। একজন মাহুত রাস্তায় হাতি বসিয়ে তাকে পিঠে তুলে নিয়েছিল ও টালা পার্ক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। জীবনে সেই প্রথম হাতির পিঠে, দুলতে দুলতে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে, তাও আবার বাড়ি ফেরা—সত্যি, একটা অভিজ্ঞতা বটে। মাহুত একটা পয়সাও নেয়নি। শুধু একটি সিগারেট চেয়ে নেয়।

বাকি পথটুকু সে হেঁটে ফেরে।

৪ সেদিন দু'জনে

চেতনার দিক থেকে সে বরাবরই মৃত্যু-মনস্ক। কবেকার সেই সতের বছর বয়সে সে যদি জানত, বা, অন্তত ইনডাকটিভ লজিকের খাতিরেও ধরে নিতে পারত যে, সে, দেয়ারফোর, অন্তত সাতাশ বছর বাঁচছে, তাহলে তার ঐ বাকি দশ বছরের জীবনটা নিঃসন্দেহে অন্যরকম হতো। অন্যরকম বলতে কি আর রাজা হতো না লটারি পেত? সে-রকম কিছু না।

সে তাহলে অন্তত একটা প্রোগ্রাম করতে পারত। আর সে প্রোগ্রাম